স্কলারশিপ পেতে হলে যা যা করবেন

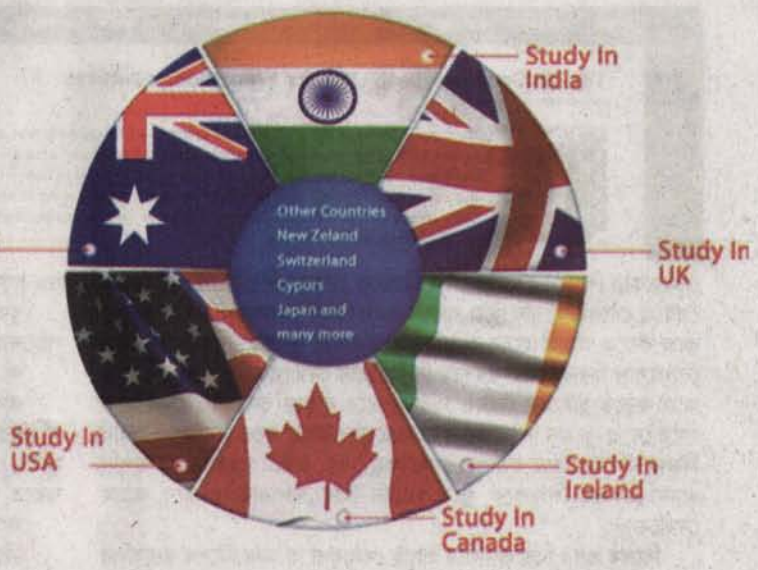

● সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সোমা। বাবার শখ মেয়েকে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে দেখা। মা অবশ্য চান মেয়ে কোনো ব্যাংকে চাকরি নিক। তার বড়বোনের মেয়ে সরকারি এক ব্যাংকে চাকরি করে। প্রথম প্রথম বেতন ভালো না হলেও বেশ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ব্যাংকের চাকরিতে। সরকারিতে হলে ভালো। তবে বেসরকারি ব্যাংকে হলেও অতটা সমস্যার কিছু নেই। আরামে এসির মধ্যে বসে অফিস করতে পারবে সোমা। কিন্তু সোমার ইচ্ছে একদম অন্য। এখনই চাকরিতে ঢোকার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। ও চায় অনার্সটা শেষ করে বিদেশের ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স আর পিএইচডি ডিগ্রিটা শেষ করতে। পুরোপুরি তৈরি হয়ে আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থায় কাজ করতে চায় ও। বাবাকে সে কথা জানাতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। মা জানতে চাইলেন দেশে পড়াশোনা করলে সমস্যাটা কী? বোঝাতে চাইল ও বাবা-মাকে। আজকাল দেশের একটা ডিগ্রিকে বিশেষ দাম দেয় না সবাই। প্রতিযোগিতার এই যুগে সবাই চায় নিজের যোগ্যতাকে বাড়াতে। আর ওর লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে ওকে আরো বেশি যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। অবশেষে নিজের গাম্ভীর্য ভেঙে মুখ খুললেন বাবা।

- ঠিক আছে। যাও। বিদেশে পড়তে যাবে এটা তো ভালো কথা। কিন্তু সেটার জন্য কত খরচ হবে ভেবেছ? অত টাকা...

- বাবা! আমি স্কলারশিপ নিয়ে যাব। তাহলে তোমাকে আর খরচের কথা ভাবতে হবে না।

- তাই? তাহলে তো ভালো মা। কিন্তু স্কলারশিপ কীভাবে নেবে, কোথা থেকে নেবে সেটা ভেবেছ?

সত্যিই তো! ভাবল সোমা। এতদিন তো কেবল ভেবে এসেছে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথায় গিয়ে, কীভাবে আবেদন করবে স্কলারশিপের জন্য সেটা কেমন করে জানবে ও?

বন্ধুদের অনেকেই ওর মতো স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে যেতে চায় পড়তে। কিন্তু ওরাও ঠিকঠাক জানে না কতটা সিজিপিএ লাগে, কী কী করতে হয়। শুধু সোমাই নয়। এমন অনেকে আছে যাদের চোখভরা আশা আছে ভবিষ্যৎকে নিয়ে। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়ে যারা জীবনকে সাজাতে চায় আরো রঙিন করে। কিন্তু এদের বেশিরভাগই জানে না কোন পথটি ঠিক আর কোনটি ভুল। কোন রাস্তায় গেলে তাদের স্বপ্ন একদিন সত্যিই সত্যি হয়ে ধরা দেবে। আর স্কলারশিপ নামের স্বপ্নকে বুকে পুষে রাখা সেই শিক্ষার্থীদের জন্যই দেয়া হলো আজ স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য ঠিক কী কী করতে হবে।

সিজিপিএ : স্কলারশিপ পাওয়াটা বেশ সোজা হয়ে যাবে আপনার জন্য যদি আপনার সিজিপিএ ভালো থাকে। সিজিপিএর পুরো মানে হল কিউমুলেটিভ গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ বা প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের গড়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সাধারণত সিজিপিএর পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। অনেক সময় কথার মারপ্যাঁচে খানিকটা দুর্বোধ্য মনে হলেও খুব একটা কঠিন নয় সিজিপিএ বের করা। মোট যতটা কোর্স বা বিষয় রয়েছে এক বছরে সেগুলোতে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল বের করুন। তারপর সেই যোগফলকে ভাগ করে দিন মোট বিষয় বা কোর্সের নম্বর দিয়ে। যে সংখ্যাটা বের হয়ে আসবে সেটাই আপনার প্রাপ্ত সিজিপিএ। অর্থাৎ এক বছরে আপনার কোর্স যদি থাকে মোট ৮টি, তাহলে সবগুলো কোর্সের প্রাপ্ত গ্রেডের যোগফলকে ভাগ করবেন ৮ দিয়ে।

সাধারণত বলা হয় সিজিপিএ ৪ দশমিক শূন্য-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৭৫ না থাকলে স্কলারশিপের আশা থাকে না। কথাটা কিন্তু খুব একটা ভুল নয়। তবে এটাও সত্যি, অনেক প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় ৩ দশমিক ২০ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকেও সুযোগ দিয়ে থাকে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করার। কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়লে হবে না। ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ সহজে স্কলারশিপ পেতে হলে আপনাকে প্রথমেই নজর দিতে হবে নিজের সিজিপিএর দিকে।

প্রতিষ্ঠান নাকি বিশ্ববিদ্যালয়? : খুঁজুন আর ভাবুন আপনি কোথা থেকে স্কলারশিপ পেতে চাচ্ছেন। বর্তমান যুগে নেটে খুঁজলেই মিনিটের ভেতরে অনেক স্কলারশিপের তথ্য চলে আসবে আপনার হাতে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, স্কলারশিপ দিয়ে থাকে অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও। তাই কোথায় স্কলারশিপের জন্য আবেদন করবেন ঠিক করে নিন। পছন্দসই বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জানুন তাদের কী কী শর্ত রয়েছে, কতটা সুবিধা তারা দেবে আপনাকে। মিলিয়ে দেখুন আপনার সঙ্গে কতটা মানানসই তাদের শর্ত ও সুবিধাগুলো।

আর্থিক ছাড় : আপনি নিজের খরচে বাইরে যেতে চাচ্ছেন নাকি বিনা খরচে? যদি নিজের খরচে হয় তাহলে তো খানিকটা সহজ হয়েই গেল আপনার বাইরে পড়তে যাওয়াটা। তবে সরকার বা প্রতিষ্ঠানের খরচে বাইরে পড়তে যেতে চাইলে লক্ষ্য করুন কোন স্কলারশিপগুলো আপনার চাহিদা পূরণ করছে।

নিজের খরচে বাইরে পড়তে যাওয়া বেশ ব্যয়বহুল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আবার বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য খানিকটা ছাড় দেয়। দেখুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কতটা ছাড় দেয়। মিলিয়ে নিন আপনার বাজেটের সঙ্গে। তবে কিছু স্কলারশিপ আছে যেগুলোতে, সরকার বা প্রতিষ্ঠানই আপনার সব খরচ বহন করবে। যেমন- জাপানের মিৎসুবিশি স্কলারশিপের মাধ্যমে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে তারাই আপনার সব খরচ দেবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান সেখানকার বিষয়গুলো দেখে শিক্ষক নির্বাচন করুন। তাকে নিজের কাজ আর তার কাছে পড়তে চাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। ভাগ্য ভালো হলে হয়তো শিক্ষকই আপনার জন্য সুপারিশ করবেন। আর শিক্ষক সুপারিশ করলে খরচের ব্যাপারটা অনেকটাই গৌণ হয়ে যাবে।

শুধু উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিতে হলেও আপনাকে অনেকাংশেই নির্ভর করতে হবে

সেখানকার শিক্ষকের ওপর। সব ঠিকঠাক থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পেইজে গেলেই আপনি খুঁজে পাবেন এমন কিছু শিক্ষকের নাম যাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হবেন আপনি। তবে একটা ব্যাপার, শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় অবশ্যই বিনীত ভাব দেখাবেন এবং কোন বিষয়ে কাজ করতে চাইছেন সেটাও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলবেন। এমন হতে পারে যে, ৫-৬ জন শিক্ষকের কাছে আবেদন করার পরও একজনও জবাব দিলেন না। সেক্ষেত্রে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। একটা সময় ঠিকই আপনি এমন একজন শিক্ষককে খুঁজে পাবেন যিনি আপনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন।

বিশেষ গুণ : বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই খেলাধুলা বা অন্য বিশেষ গুণাবলির জন্য টিউশন ফিতে খানিকটা ছাড় দেয়া হয়। অনেক সময় খেলাধুলা বা বিশেষ কোনো ভাষার ওপরও দেয়া হয় স্কলারশিপ।

এছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট দেশ রয়েছে, যেমন- জাপান, যারা নিজেদের ভাষাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর সেজন্যই নিজেদের ভাষাতে পারদর্শী শিক্ষার্থীদেরকে স্কলারশিপের জন্য সুযোগও দেয় তাড়াতাড়ি। সেক্ষেত্রে সিজিপিএর পাশাপাশি নিজেকে দক্ষ করে তুলুন সেই ভাষা, খেলা অথবা অন্যকিছুতে। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কখনই দেরি করবেন না। প্রথমে বিদেশ গিয়ে তারপর ভাষায় দক্ষ হওয়াটা একেবারে অসম্ভব না হলেও বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য তো আরো কষ্টের সেটা। আর তাই বাইরে পড়তে যাওয়ার আগেই যে ভাষাটি শিখতে চান, শিখে ফেলুন।

এক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বা আইএমএল তো রয়েছে। এছাড়াও আছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, আঁলিয়স ফ্রঁসেজসহ আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান যারা আপনাকে বিদেশি ভাষার ওপর দক্ষ হতে সাহায্য করবে।

প্রয়োজনীয় কোর্স : বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো আইএলটিএস, কখনো জিআরই অথবা জিমেট করতে হয়। যে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছেন সেটার জন্য দরকারী কোর্সটাও তাই করে ফেলুন। আর চেষ্টা করুন বেশ ভালো একটা স্কোর রাখার।

চাকরিকেন্দ্রিক স্কলারশিপ : অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে কাজের ভিত্তিতে স্কলারশিপ দেয়া হয়। অনেক সময় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদেরকেও স্কলারশিপের সুযোগ দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা এবং চাহিদার কথা তুলে ধরুন। কেন অন্য কারো চেয়ে আপনি সেরা সেটা বলুন। তবে মৌখিকভাবে নয়। সেটা আপনাকে বলতে হবে খাতা-কলমে। তবে তার আগে দেখে নিন স্কলারশিপটিতে যে যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে তা আপনার মধ্যে আছে কিনা। দেখে নিন ডেডলাইনও। সবটা ঠিকঠাক থাকলে এবার আবেদনপত্র পূরণ করে ফেলুন। বেশিরভাগ আবেদনপত্রেই আপনার পুরো নাম, যোগাযোগের ঠিকানা, সিজিপিএ ও অন্যান্য পরীক্ষার ফল এবং বিশেষ গুণের কথা জানতে চাওয়া হবে। দেখে নিন কোনো জায়গা পূরণ করতে বাকি যেন না থাকে।

আবেদনপত্রের প্রশ্ন : সব আবেদনপত্রে না থাকলেও অনেক আবেদনপত্রেই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয় আবেদনকারীর কাছ থেকে। যেমন–

● কীভাবে এই স্কলারশিপ আপনার দেশ অথবা সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে? খুব কম কথায় নিজের লক্ষ্যের কথা জানান আর তারপর বিশদভাবে বলুন আপনার লক্ষ্য। অর্থাৎ উচ্চতর পড়াশোনার মাধ্যমে আপনি আপনার দেশকে ও সমাজকে কীভাবে সাহায্য করতে চাইছেন।

● আপনার উদ্দেশ্য কী?

সত্যি কথাটা জানান। গালভরা কিছু না বলে যে কারণে আপনি স্কলারশিপটি চাইছেন সেটা জানান।

● কেন আপনার মনে হয় যে আপনার কাজটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিন। যাতে প্রশ্নকর্তা বুঝতে পারে আপনার পছন্দের বিষয়টি সম্পর্কে আপনি সত্যিই আরো বেশি জানতে আগ্রহী।

● আর্থিক ব্যাপারে কী ভাবছেন?

কখনই 'আমি এখনো জানি না' ধরনের উত্তর দেবেন না। বরং পরিষ্কার করে প্রশ্নকর্তাকে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দিন এবং পরিপূর্ণ আর্থিক সুবিধা পেলে যে আপনি নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন সেটা দৃঢ় গলায় জানান।

● কাকে দেখে আপনি উৎসাহ পান?

নিজের ব্যক্তিগত অথবা বিখ্যাত কোনো মানুষের কথা আপনি বলতেই পারেন। তবে কেবল তার ভালো দিকগুলোর কথাই বলুন।

আনুষঙ্গিক বিষয় : মাঝে মাঝে স্কলারশিপের আবেদনপত্রের সঙ্গে চারিত্রিক সনদপত্র চাওয়া হতে পারে। এছাড়াও চাওয়া হতে পারে বিভিন্ন সময়ে থাকা আপনার অর্জনগুলোর প্রমাণ। সবকিছু ভালোভাবে গুছিয়ে খামের ভেতরে ভরে দিন।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কলারশিপের জন্য আরো জানতে হলে ঘুরে আসুন নিচের সাইটগুলো–

http://www.scholars4dev.com/1312/japan-human-resource-development-scholarships-for-developing-countries-in-asia.
http://www.scholars4dev.com/5680/japanese-government-scholarships-for-international-undergraduate-students.
http://www.scholars4dev.com/3426/japanese-government-scholarships-for-international-students.
http://www.monbusho.org/home/public/the_scholarship.
http://www.scholars4dev.com/5642/scholarships-in-uk-for-international-students.
http://www.scholars4dev.com/4950/australia-scholarships.
http://www.scholars4dev.com/6179/scholarships-canada-international-students/
http://www.scholarships-links.com/country/Scholarships-in-Europe.html
http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships.
http://www.scholars4dev.com/6499/scholarships-in-usa-for-international-students.
http://www.scholarshipportal.eu.

এতক্ষণ তো কেবল উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কলারশিপ নিয়ে বলা হলো। কিন্তু শুধু উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্যই নয়, স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে গ্রাজুয়েশন শেষ করেননি এমন শিক্ষার্থীদের জন্যও। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসহ আরো বেশকিছু জায়গা থেকে দেয়া হয়ে তাকে স্কলারশিপ। এই স্কলারশিপের আওতায় পড়েন কলেজ শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী, টেকনিক্যাল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও বয়স্করাও। আর এই পর্যায়ের স্কলারশিপের মধ্যে অন্যতম হলো– এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডার আমেরিকান স্কলারশিপ ফান্ড। প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দিচ্ছে তারা।

ছোট স্কলারশিপগুলোর ক্ষেত্রে তিন থেকে চার সপ্তাহের ভেতরেই জবাব চলে আসে। তবে বড় স্কলারশিপগুলো কয়েক মাস সময়ও নিয়ে থাকে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। মনোনীত হলে আপনাকে জানানো হবে। আর না হলে জানানো হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে কোনোভাবেই জবাব দেয়ার আগে নিজ থেকে কোনো যোগাযোগ করবেন না। সেটা আপনার প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব এনে দেবে সবার। ব্যস! তাহলে আর বসে কেন? এখনই শুরু করে দিন স্কলারশিপকে নিয়ে আপনার তোড়জোড়। ■